পরিমার্জিত ডিপিএড

(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

মডিউল ০৩: শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন

সামাজিক বিজ্ঞান
তথ্যপুস্তক

জুন ২০২৩

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পরিমার্জিত ডিপিএড
(প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ)

সামাজিক বিজ্ঞান
তথ্যপুস্তক

লেখক:

মো: আসাদুজ্জামান, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ঈশ্বরদী, পাবনা
মো: ইসলাম মিয়া, সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, টাঙ্গাইল সদর

প্রধান সমন্বয়ক: ফরিদ আহাম্মদ
সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

ডেপুটি সমন্বয়ক: দিলীপ কুমার বণিক
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পিইডিপি ৪), ডিপিই

সম্পাদক: মো: ইসলাম মিয়া
সহকারী ইন্সট্রাক্টর, ইউআরসি, টাঙ্গাইল সদর

সহযোগী সম্পাদক: মো: মাহবুবুর রহমান বিল্লাহ
উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিকুলাম সমন্বয়ক: ছাদেকুন নাহার
শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ বিভাগ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকাশনা

প্রশিক্ষণ বিভাগ
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
জুন ২০২৩

মুখবন্ধ

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে দেড় বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ কোর্স চলমান রয়েছে, যা সকল শিক্ষকের জন্য বাধ্যতামূলক। শিক্ষকগণ সাধারণত চাকরি জীবনের প্রথমদিকেই এ প্রশিক্ষণটি গ্রহণ করে থাকেন। সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যুগোপযোগি পরিবর্তন হলো জাতীয় শিক্ষাক্রম বিস্তরণ (২০২১) বাস্তবায়ন। আর এ প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের ৬৭টি পিটিআইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের জন্য চলমান ডিপিএড প্রশিক্ষণের পরিবর্তে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণ এর আয়োজন করতে যাচ্ছে। এ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য এ ম্যানুয়ালটি ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রবর্তিত বিপিটিটি কোর্সটি প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি কোর্স যেখানে শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান (Pedagogical Knowledge), বিষয়জ্ঞান (Subject Knowledge) ও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য শিক্ষণবিজ্ঞান (Pedagogical Content Knowledge)-এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ শুরুতেই মৌলিক প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বিপিটিটি) কোর্স গ্রহণ করার সুযোগ পেলে বিদ্যালয় পর্যায়ে এটি বাস্তবায়ন করার সুযোগ পাবে।

এ তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছেন তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এটি বাস্তবায়নের সাথে আগামীতে যাঁরা সম্পৃক্ত হবেন তাঁদের জানাই অগ্রিম শুভেচ্ছা।

(ফরিদ আহাম্মদ)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ২০১১ সাল হতে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশের ৬৭টি প্রাইমারি টিসার্স ট্রেনিং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (পিটিআই) ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয় যা এখনও চলমান। শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন, পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্কস্থাপন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যোগ্যতার বিকাশসাধন করাই ছিল এ প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমের মূল লক্ষ্য। বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে এই শিক্ষাক্রমের প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পূর্ণই এডুকেশন মোডে পরিচালিত। বিশ্বায়নের চাহিদাপূরণ, বাস্তব চাহিদা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডিপিএড শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সময়ের দাবী ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার প্রতিষ্ঠান যেমন- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাএকাডেমি (নেপ), প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (পিটিটিআই), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টার, ব্রাক আইইডি, ইউনিসেফসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পেশাদার কর্মী ও বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে সম্প্রতি ডিপিএড শিক্ষাক্রমটি পরিমার্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরিমার্জিত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমটি প্রচলিত শিক্ষাক্রম হতে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অনেকটা হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন ধর্মী। এটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে যার মূল্যায়ন কাঠামো সূচকভিত্তিক।

সামাজিক বিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। এ বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বহুমাত্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই সামজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনকালে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক প্রয়াস গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া একটি পাঠে কখনও একাধিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করতে হয়। শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তু ততক্ষণ পর্যন্ত আকর্ষণীয় বা সহজবোধ্য মনে হবে না যতক্ষণ না সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে পরিমার্জিত ডিপিএড (মৌলিক) প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

আশা করছি এ তথ্যপুস্তকটি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

ড. উত্তম কুমার দাশ
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

তথ্যপুস্তক ব্যবহারের নির্দেশনা

এ তথ্যপুস্তকটি পিটিআইতে প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহার করতে হবে। এ তথ্যপুস্তকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। মূলত: সামাজিক বিজ্ঞান একটি বহুমাত্রিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। এ বিষয়ের শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় বহুমাত্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এ কারণেই সামজিক বিজ্ঞান বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনকালে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতর্ক প্রয়াস গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে প্রশিক্ষণের পরেও শিক্ষকগণ যাতে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই তথ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনটি পর্যায়ে তথ্যপুস্তকটি ব্যবহার ল হবে।

প্রথম পর্যায়

- অধিবেশন চলাকালীন প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যপুস্তক ব্যবহার করবেন। কারণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু, ধারণা ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রশিক্ষণের প্রারম্ভে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সূচির সাথে মিল করে অধিবেশনটি পড়ে নিবেন। কারণ যে বিষয়টি আলোচিত হতে যাচ্ছে সে বিষয় সম্পর্কে মানসিক প্রস্তুতি নিতে সহজতর হবে।
- প্রশিক্ষণ চলাকালীন আলোচিত বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন। প্রশিক্ষণে সহকর্মীর বক্তব্য শুনে সে-সম্পর্কে ধারণা লিখে রাখলে ভিন্নভাবে চিন্তা করার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

- একটি অধিবেশন শেষ হওয়ার প্রাক্কালে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে স্ব-অনুচিন্তন লিখে রাখবেন। আপনার মন্তব্য বা লেখার সাথে তথ্যপুস্তকের বিষয়ের সাথে যোগসূত্র খুঁজে নিবেন।
- অধিবেশন শেষে বিষয়বস্তু ও শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর মধ্যে কোন নতুনত্ব বা ভিন্নতা পেলে তা মিলিয়ে নিবেন যা আপনার দৈনন্দিন শিখন শেখানোর কাজে বৈচিত্র আনতে সহায়ক হবে।

তৃতীয় পর্যায়

- তথ্যপুস্তটি প্রশিক্ষণকালীন ব্যবহার হলেও বিদ্যালয়ের অন্যান্য সহকর্মীগণের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানোর সহায়ক তথ্যভান্ডার হিসেবে গণ্য করবেন। শিখন শেখানোর পূর্বে পাঠের ধরণ অনুযায়ী নির্দেশনা পড়ে পাঠের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে তথ্যপুস্তকটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
শিক্ষাক্রম, শিখন শেখানো এবং মূল্যায়ন: সামাজিক বিজ্ঞান	১	সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিচিতি	১
	২	শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার (১ম ও ২য় শ্রেণি)	৮
	৩	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা (৩য় - ৫ম শ্রেণি)	১০
	৪	পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ	১৪
	৫	পাঠপরিকল্পনা তৈরি	১৬
	৬	সিমুলেশন ক্লাস (মাইক্রোটিচিং)	২৫
	৭	সিমুলেশন ক্লাস (মাইক্রোটিচিং)	২৮
	৮	সিমুলেশন ক্লাস (মাইক্রোটিচিং)	৩১
		পরিশিষ্ট	৩৪

অধিবেশন শিরোনাম	সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম পরিচিতি

শিখনফল

ক. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় বিন্যস্তকরণে উলম্ব এবং আনুভূমিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

গ. শিখনফলের সাথে বিষয়বস্তুর সমন্বয় করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : ব্রেইনস্টর্মিং, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, প্লেনারি।

তথ্যপত্র

অংশ ক : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা ও শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে পরিচালিত। ১৯৯২ সালে শুরু হয়ে ২০০২, ২০১১, ২০২১ পরিমার্জিত হয়ে বর্তমান শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। "সামাজিক বিজ্ঞান" শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভূক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি বিষয়ের মতো "সামাজিক বিজ্ঞান" শিক্ষাক্রমের ফলপ্রসু বাস্তবায়ন শিক্ষকের দক্ষতা, সক্রিয়তা, আন্তরিকতা ও বিষয়জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এ কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকের সংশ্লিষ্ট দিক সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মূল যোগ্যতা (Core Competencies)

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত যে দশটি মূল যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে সেগুলো হলো:

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যে কোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্বতা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন পথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি ও দূর্যোগ মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানবকল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতাসমূহঃ

শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতা উন্নয়ন এবং পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের যে দশটি শিখন-ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভেতর কী ধরনের যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝার জন্য প্রতিটি শিখন-ক্ষেত্র এবং তার চাহিদা ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করে শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রণয়ন ও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

শিখন-ক্ষেত্র	**শিখন-ক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী**
১. ভাষা ও যোগাযোগ	একাধিক ভাষায় শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমর্থ হওয়া, বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল ও শৈল্পিকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারা এবং পরমতসহিষ্ণুতার সঙ্গে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কার্যকর ও কল্যাণমুখী যোগাযোগে সমর্থ হওয়া।
২. গণিত ও যুক্তি	সংখ্যা ও প্রক্রিয়া (অপারেশন), গণনা, জ্যামিতিক পরিমাপ এবং তথ্য বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা অর্জন ও তা ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রমপরিবর্তনশীল ব্যক্তিগত, সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা দ্রুত মূল্যায়ন করে এর তাৎপর্য, ভবিষ্যৎ ফলাফল ও করণীয় জেনে যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যকর যোগাযোগ করতে পারা। এছাড়াও সৃজনশীলতার সঙ্গে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগ করে যৌক্তিক, কল্যাণকর সমাধান ও সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারা।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি ব্যবহার করে ভৌত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-সংশিষ্ট প্রপঞ্চ, ঘটনা ও ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি ব্যাখ্যার আলোকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ দ্রুত মূল্যায়ন ও সমাধান করতে পারা। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ফলাফল, তাৎপর্য ও করণীয় নির্ধারণ এবং যথাযথ মাধ্যম ব্যবহার করে সৃজনশীল, যৌক্তিক ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা প্রদর্শন ও বাস্তবায়ন করতে পারা।

৪. ডিজিটাল প্রযুক্তি	তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, যাচাই ও ব্যবস্থাপনা; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরাপদ, নৈতিক, যথাযথ, পরিমিত, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যবহারের মাধ্যমে কার্যকর যোগাযোগ, সমস্যা সমাধান এবং নতুন উদ্ভবনে ভূমিকা রাখতে পারা; ডিজিটাল প্রযুক্তির সক্ষমতা অর্জন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব সমস্যার অভিনব ডিজিটাল সমাধান উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও বিস্তরণ; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যত বিশ্বের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে পারা।
৫. সমাজ ও বিশ্বনাগরিকত্ব	নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারা। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ও অন্যের মতামত বিবেচনা করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখা।
৬. জীবন ও জীবিকা	ক্রমপরিবর্তনশীল স্থানীয় ও বৈশ্বিক কর্মবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও টেকসই প্রাককর্ম যোগ্যতা অর্জন করা এবং তার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারা। কর্মের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের মাধ্যমে দৈনন্দিন কর্ম-দক্ষতা অর্জন ও উৎপাদনমুখিনতা প্রদর্শন করে নিজ জীবনে তার প্রয়োগ করতে পারা। পেশাদারি দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে সৃজনশীল কর্মজগতের উপযোগী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তুলতে পারা এবং কর্মজগতের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা অজর্ন করে নিজ ও সকলের জন্য সুরক্ষিত, নিরাপদ কর্মজীবন তৈরিতে অবদান রাখতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ূ	পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৮. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা	নিজ নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চচার্র মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করা ।
৯. শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন ও এর প্রভাব এবং ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে যথাযথ শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থ, নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখা।
১০. শিল্প ও সংস্কৃতি	শিল্পকলার বিভিন্ন সৃজনশীল ধারা (চারু ও কারুকলা, নৃত্য, সংগীত, বাদ্যযন্ত্র, আবৃত্তি, অভিনয়, সাহিত্য ইত্যাদি) ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে আনন্দ লাভ করতে পারা, চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো, সংবেদনশীলতা ও নান্দনিকতার বিকাশ এবং নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করে অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা এবং শিল্পকলাকে উপজীব্য করে কর্মমুখী ও আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

তথ্যসূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম রুপরেখা ২০২১

সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ১০টি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাকে বিভাজন করে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি শ্রেণির জন্য শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রান্তিক যোগ্যতার বিভাজিত রূপই হলো শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা। শিশুকে "সামাজিক বিজ্ঞান" এর যোগ্যতাগুলো বিভিন্ন শ্রেণিতে ধাপে ধাপে অর্জন করানোর লক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতায় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, সীমিত থেকে বিস্তৃত ইত্যাদি মনোবৈজ্ঞানিক নীতির ভিত্তিতে এ বিভাজিত ক্রমবিন্যাস জানা বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ক শিক্ষকের খুবই জরুরি। আবশ্যকীয় শিখনক্রম ব্যবহার করে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল ও বিষয়বস্তু এ অধিবেশনের মাধ্যমে ধারণা লাভ করবে।

অংশ খ (১)

"সামাজিক বিজ্ঞান" এর বিষয়ভিত্তিক ১০টি যোগ্যতা

১. বৈচিত্র্যময় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পারিক সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

২. জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, জেন্ডার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকলের সাথে সহযোগিতা ও সম্প্রীতির মানসিকতা পোষণ করে জীবন যাপন করা।

৩. বাংলাদেশের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান (জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা, জাতীয় কবি, জাতীয় দিবস ইত্যাদি) সম্পর্কে জেনে নিজের জাতীয় পরিচয়ে গর্ব বোধ করা এবং আচরণে তা প্রকাশ করা।

৪. বিভিন্ন মহাদেশ, দেশের ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি জেনে বিভিন্ন দেশ ও মানুষের বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে পারা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী ও শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

৫. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা, সুরক্ষা, মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া।

৬. ব্যক্তি জীবনে নৈতিক ও মানবিক আচরণ (সততা, স্বচ্ছতা, পরমতসহিষ্ণুতা, গণতান্ত্রিক মনোভাব, সদাচার, ভালোমন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা) করতে পারা।

৭. বাংলাদেশের মানচিত্র, ভৌগলিক পরিচয়, আয়তন, সীমানা, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (ভূমিরুপ, নদ-নদী) এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, প্রাকৃতিক সম্পদ, আমদানী-রপ্তানী) এর গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ও পুনঃব্যবহারে ভূমিকা রাখা।

৮. বিভিন্ন পেশা সম্পর্কে জেনে সকল ধরনের কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন এবং ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করা।

৯. আর্থিক স্বাক্ষরতা (হিসাব-নিকাশ, লেন-দেন, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার, সঞ্চয়ী মনোভাব) অর্জন করে দৈনন্দিন জীবনে তা ব্যবহার করা ।

১০. জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

অংশ খ (২)

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা	শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা				
	প্রথম শ্রেণি	**দ্বিতীয় শ্রেণি**	**তৃতীয় শ্রেণি**	**চতুর্থ শ্রেণি**	**পঞ্চম শ্রেণি**
[৫] পারিবারিক, সামাজিক ও রাস্ট্রীয় পরিসরে শিশু হিসেবে নিজের অধিকার (নিরাপত্তা. সুরক্ষা ও মৌলিক অধিকার) ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে তা পালনে সচেষ্ট হওয়া	৫.১. নিজের বেড়ে ওঠায় পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে জেনে পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা।	৫.১ পরিবারকে ভালোবেসে পরিবারের প্রতি নিজ কর্তব্য পালন করা।	৫.১ পরিবারের ছোট ও বড়দের প্রতি করণীয় বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১ সমাজ সম্পর্কে জেনে আগ্রহের সাথে সমাজের প্রতি নিজ ভূমিকা পালন করা।	৫.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করা।
	৫.২. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা. সুরক্ষা সম্পর্কে জেনে নিজেকে নিরাপদ রাখা।	৫.২ শিশুর নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা।	৫.২ পরিবারের নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে জেনে প্রয়োজনে প্রযোজ্য সংস্থার সাহায্য গ্রহণ করা।	৫.২. নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা অর্জন করতে পারা।	৫.২ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা রোধ করা।
	৫.৩. পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে এ বিষয়ে যত্নশীল হওয়া।	৫.৩. বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারা।	৫.৩ নিকট পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজ ভূমিকা পালন করতে পারা।	******	৫.৩ বিদ্যালয়ভিত্তিক বিভিন্ন সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে নেতৃত্ব প্রদানে সমর্থ হওয়া।
	******	******	৫.৪. শিশুর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা অর্জন করতে পারা।	******	৫.৪. মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজদায়িত্ব পালন করা।
	৫.৫. সড়কে চলাচলের	৫.৫. সড়কে চলাচলের	৫.৫. সড়কে চলাচলের	******	******

	নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচর করা।	নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচলু করা।	নিয়মকানুন জেনে নিরাপদে সড়ক চলাচল করা।		

অংশ গ : শিখনফলের তালিকা

শ্রেণি	শিখনফল
১ম	৩.১.১ নিজ দেশের পরিচয় বলতে পারবে।
১ম	৩.১.৩ বাংলাদেশ ও জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করবে।
১ম	৫.৩.১ বাড়ি ও শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
১ম	২.১.১ নিজের ও সহপাঠীদের পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
১ম	২.১.৩ সহপাঠীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে।
১ম	৫.৪.১ সড়ক চলাচলে ব্যবহৃত ট্রাফিক বাতির সংকেতসমূহের ধারণা বর্ণনা করতে পারবে।
২য়	২.১.২ শিশুর জীবনে প্রতিবেশীর গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবে।
২য়	৩.২.১ জাতীয় পতাকার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে।
২য়	৬.২.২ নিজের কাজ নিজে করার গুরুত্ব বলতে পারবে।
২য়	৫.২.১ নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারবে।
২য়	৯.১.১ ব্যক্তিগত জীবনে টাকার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে।
২য়	৯.১.৩ ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়ী হতে সচেষ্ট হবে।
৩য়	৫.৪.৩ শিশুর অধিকার অর্জনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।
৩য়	৭.১.১ মানচিত্রে দিক চিহ্নিত করতে পারবে।
৩য়	৭.৩.২ জনসংখ্যা ও সম্পদের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে।
৩য়	৩.১.৩ নিজের জীবনে জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যের প্রতি মানবিক আচরণ করতে পারবে।
৩য়	৩.৩.৫ জাতীয় দিবসসমূহ যথাযথ মর্যদায় উদযাপন করতে পারবে।
৩য়	৫.২.৩ সুরক্ষায় বিভিন্ন সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রতিবেশীর সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।
৪র্থ	২.১.১ সমাজের প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।
৪র্থ	২.২.৩ জেন্ডার সমতাভিত্তিক আচরণ করতে পারবে।
৪র্থ	৩.১.৩ জাতির পিতার মানবিক ও সামাজিক গুণাবলী অনুসরণ করতে পাববে।
৪র্থ	৫.২.২ নাগরিক অধিকার অর্জনের উপায়সমূহ বলতে পারবে।
৪র্থ	৭.১.৩ নদী কেন্দ্রিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড চিহ্নিত করতে পারবে।
৪র্থ	৯.১.২ সঞ্চয়ের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবে।
৫ম	২.১.১ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজনগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।
৫ম	৩.১.৩ বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শন নিজ জীবনে অনুসরণ করতে পারবে।
৫ম	৪.২.৪ সার্ক, ওআইসি ও জাতিসংঘের ধারণা থেকে বিশ্ব নাগরিক হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহন করবে পারবে।
৫ম	৫.২.২ সামাজিক সমস্যা হিসেবে বাল্যবিবাহের কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ম	৬.১.২ পরমসহিষ্ণুতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৫ম	৭.৫.৩ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিক্ষাক্রম কাঠামো
বিষয়ভিত্তিক
শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী
শিখনফল
বিষয়বস্তু
শিখন শেখানো কার্যক্রম
পদ্ধতি
পরিকল্পিত
মূল্যায়ন নির্দেশনা
পদ্ধতি
টুলস

অধিবেশন শিরোনাম :	শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার (১ম ও ২য় শ্রেণি)

শিখনফল

ক. ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকার মূল বিষয়বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
খ. শিক্ষক সহায়িকার বিভিন্ন পাঠের অংশ/ধাপগুলো চিহ্নিত করে বলতে পারবেন।
গ. শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রস্তুতি নিতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ।

সহায়ক তথ্য

অংশ ক

শিক্ষক সহায়িকার বৈশিষ্ট্য

১. শিক্ষক সহায়িকায় বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।
২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।
৩. সামাজিকবিজ্ঞান শিক্ষক সহায়িকায় শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে।
৪. শিক্ষক সহায়িকাটি শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী করে রচনা হয়েছে।
৫. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো সন্নিবেশন করা হয়েছে।
৬. শিক্ষক সহায়িকায় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক সহজ থেকে কঠিন অধ্যায়গুলো সন্নিবেশন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।
৭. নিজ পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং এলাকার উন্নয়নে শিশুর ভূমিকা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা, উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য বিষয়বস্তু আনা হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের ইতিহাস, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংযোজিত করা হয়েছে।
৮. শিক্ষক সহায়িকায় প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট, ছক ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

অংশ গ

শিক্ষক সহায়িকার ব্যবহার নির্দেশনা

১. প্রতি পাঠ শুরুর পূর্বে পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু, শিখনফল এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলি মনোযোগ সহকারে পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।
২. শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিতকরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন চহিদা বিবেচনা করবেন।
৩. সার্বিক মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।
৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৫. শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

৬. পাঠসংশ্লিষ্ট পরিকল্পিত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।
- পাঠসংশ্লিষ্ট কাজসমূহ হাতে-কলমে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করবেন।
- যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দেবেন।
- পরিকল্পিত কাজে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।
- শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন। ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন। সময় নিয়ে যুক্তিনির্ভর ও ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য এ সকল ধারণা ব্যবহার করবেন।
- কাজের ফলাফল শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করাবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

৭. পাঠসংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন নির্দেশক ব্যবহার করে পাঠ চলাকালে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন করবেন এবং মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।

৮. শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক পুন:মূল্যায়ন করবেন।

৯. শিক্ষার্থীর আন্তঃবিষয় (Inter-diciplinary) যোগ্যতাসমূহ [যেমন- শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, গাণিতিক দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থূল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] বিবেচনায় নিয়ে শিখন- শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করবেন।

১০. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে পাঠ সংখ্যা বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১১. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠের সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পূর্বেই পাঠের সময় বিভাজন করবেন।

অধিবেশন শিরোনাম	সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

শিখনফলঃ

ক. ৩য় - ৫ম শ্রেণির ''সামাজিক বিজ্ঞান'' পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির ''সামাজিক বিজ্ঞান'' পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে পারবেন।

গ. ৩য় - ৫ম শ্রেণির ''সামাজিক বিজ্ঞান'' বিষয়ে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, মূল্যায়ন টুলস ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশলঃ ব্রেইন স্টর্মিং, একক কাজ, দলীয় কাজ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন।

তথ্যপত্রঃ

অংশ কঃ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

১. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত হয়েছে।

২. প্রতিটি পাঠে নির্দিষ্ট শিখনফলের প্রতিফলন ঘটেছে।

৩. সামাজিক বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক শিশুদের পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রণীত হয়েছে।

৪. বইটির সকল পাঠ ও নির্দেশিত কাজ শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়, বয়স উপযোগী এবং ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

৫. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে অধ্যায় সন্নিবেশন করা হয়েছে।

৬. বইগুলোতে শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়কে একাধিক পাঠে বিভাজন করা হয়েছে।

৭. নিজ পরিবার, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে শিশুদের ধারণা দেয়ার জন্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশন করা হয়েছে এবং এলাকার উন্নয়নে শিশুর ভূমিকা, নাগরিক হিসেবে দায়িত্ব-কর্তব্য, সামাজিক গুণাবলি অর্জনের জন্য মিলেমিশে থাকা, উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ করা, বিভিন্ন পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার জন্য বিষয়বস্তু আনা হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে আমাদের ইতিহাস, জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্ব সম্পর্কে বিষয়বস্তু সংযোজিত করা হয়েছে।

৮. পাঠ্যপুস্তকগুলোতে প্রাসঙ্গিক রঙিন ছবি, চার্ট, ছক ও মানচিত্র সন্নিবেশিত আছে।

৯. বিষয় সংশ্লিষ্ট দক্ষতা ম্যাট্রিক্স সংযোজন করা হয়েছে।

১০. শিক্ষার্থীদের বিষয়ভিত্তিক শব্দের জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বইয়ের শেষে শব্দভান্ডার দেয়া আছে।

অংশ খঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা

পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণ ও প্রতিকার, পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ধারণার আলোকে প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। জলবায়ুর ধারণা, জলবায়ু পরিবর্তন ও দূর্যোগের কারণ, ব্যক্তি, পরিবেশ ও সামাজিক অর্থনীতিতে এর প্রভাব সম্পর্কে জেনে, বিভিন্ন কৌশল অনুসরণ করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে যাতে নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে ভূমিকা রাখতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই বইগুলোতে বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীগণ বিষয়জ্ঞান, সামাজিক দক্ষতা ও সামাজিক দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সামাজিক যোগ্যতা অর্জন করবে। নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে পারবে। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে শিক্ষার্থীকে সমাজ ও দেশের কলাণে নিয়োজিত করাই এ বিষয়ের মূল প্রতিপাদ্য। যৌক্তিক অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধানের যোগ্যতা অর্জন করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জেনে সচেতন নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির আলোকে সামাজিক ন্যায়বিচার নীতি ধারণ করে সম্পদের টেকসই ব্যবহার ও পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

নিজ ধর্মসহ সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নারী পুরুষের সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, শুদ্ধাচার, সাংস্কৃতিক নীতিবোধ, মানবিকতাবোধ, মানুষ-প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি মূল্যবোধের গুরুত্ব জেনে তা চর্চার মাধ্যম একটি নিরাপদ ও অসাম্প্রদায়িক পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলো রচনা করা হয়েছে।

অধিক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রুপান্তর করে সুস্থ নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উৎপাদনশীল নাগরিক হিসাবে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করা। নিজের ও অন্যের অবস্থান, পরিচিতি, প্রেক্ষাপট ও মতামতকে সম্মান করে ইতিবাচক যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে সক্রিয় নাগরিক হিসেবে অবদান রাখতে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকগুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অংশ গঃ শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন টুলস

পাঠ্যপুস্তকে মূল পাঠ্যাংশের পাশাপাশি প্রশ্ন ও কাজের সমান গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কারণ এসবকিছুই শিখন প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। শিক্ষার্থীরা শুধু পড়ে এবং মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে শিখতে পারে না। তারা প্রশ্নোত্তর, তথ্য সংগঠন এবং অনুসন্ধানের মাধ্যমে শেখে। শিক্ষকের জন্য পরামর্শ, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা বা জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে পাঠ শুরু করে প্রয়োজনমতো চারপাশের উদাহরণ ব্যবহার করা। প্রতিটি বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন ও কাজ ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে কঠিন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নিম্নলিখিত দক্ষতাগুলোর অনুশীলন ও সৃজনশীলতার বিকাশ হবে। ক্ষেত্রভিত্তিক (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ) মূল্যায়নের নিমিত্তে যেকোন বিষয়বস্তুর প্রথম পাঠে শিক্ষক সেই বিষয়টির মূল পাঠ্যাংশটি পড়াবেন ও বলার কাজ (এসো বলি) করাবেন এবং দ্বিতীয় পাঠে লেখার কাজ (এসো লিখি), সংযোজনের কাজ (আরও কিছু করি) এবং যাচাই (যাচাই করি) এর কাজ দেয়া আছে। যোগ্যতাভিত্তিক শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়নের জন্য জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ক্ষেত্রের প্রশ্নাবলি, বিভিন্ন ছক সংযোজন করা হয়েছে।

পদ্ধতি: কোন পাঠের নির্ধারিত শিখনফল ও যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণির শিখন শেখানো কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সামগ্রীকভাবে যে প্রধান উপায় অবলম্বন করা হয় তাই হলো পদ্ধতি।

কৌশল: পদ্ধতির একটা অংশ হচ্ছে কৌশল। ফলপ্রসূ শিখন শেখানো কেবল একটি পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের সমন্বয়েই একটি বিষয়বস্তু ফলপ্রসূভাবে পাঠ পরিকল্পনা করা সম্ভব। কৌশল হলো একটি পদ্ধতিকে সার্থকভাবে প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ড।

পদ্ধতি হলো একটি পাঠের বিভিন্ন কর্মকান্ড। তবে ক্ষেত্র বিশেষে 'পদ্ধতি' কৌশল হিসেবে আবার কৌশলও 'পদ্ধতি' হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন: 'প্রশ্নোত্তর' একটা পদ্ধতি আবার আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনায় 'প্রশ্নোত্তর' একটা কৌশল। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির দুটি পাঠের জন্য সংশ্লিষ্ট কিছু পদ্ধতির উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:

পদ্ধতি	বিষয়বস্তু
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি,অভিনয় পদ্ধতি	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ (৩য় শ্রেণি, অধ্যায়-১) গণতান্ত্রিক মনোভাব (৫ম শ্রেণি, অধ্যায়-১০)
একটা বিষয়বস্তু একাধিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা যায়। তবে শিক্ষক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করে নিবেন।	

পদ্ধতি ও কৌশলের কতিপয় উদাহরণ

পদ্ধতি	কৌশল
বক্তৃতা	প্রশ্নোত্তর
বিতর্ক	পর্যবেক্ষণ
প্রজেক্ট	অংশগ্রহণ
প্রদর্শন	নোট নেয়া
অভিনয়	একক কাজ
গল্প বলা	দলীয় কাজ
প্রশ্নোত্তর	সাক্ষাতকার
পর্যবেক্ষণ	ব্রেইন স্টর্মিং
শ্রেণিকরণ	মার্কেট প্লেস
অনুসন্ধান	জার্নাল লেখা
ফিস বোন	সমাজ জরিপ
আলোচনা	জোড়ায় কাজ
বর্ণনামূলক	লিখতে দেয়া
শিক্ষা ভ্রমন	আঁকতে দেয়া
মাইন্ড ম্যাপিং	ধারণা মানচিত্র
আরোপিত কাজ	থিংক পিয়ার শেয়ার
সমস্যা সমাধান পদ্ধতি	অভিনয় করতে দেয়া
.....	.....

অধিবেশন শিরোনাম	পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ব্যবহার ও সংরক্ষণ

শিখনফলঃ

ক. পাঠোপযোগী উপকরণের ধারণা ব্যাখ্যা ও তালিকা প্রণয়ন করতে পারবেন।
খ. পাঠোপযোগী সহজলভ্য উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
গ. পাঠোপযোগী উপকরণ ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৌশল বলতে পার[বেন।

পদ্ধতি ও কৌশল : ব্রেইন স্টমিং, একক/জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন।

তথ্যপত্র

অংশ ক : শিক্ষা উপকরণ

কোন পাঠের শিখনফল স্বল্প সময়ে, আনন্দের সাথে, সহজভাবে ও অধিকতর স্থায়ীভাবে অর্জনের জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে। অন্য কথায়, পাঠের আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল যথাযথ ভাবে অর্জনে যে উপকরণ শিখন-শেখানো কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

অংশ ক-১ : শিক্ষা উপকরণের তালিকা

১. দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ

* **বাস্তব উপকরণ :** গাছ, পাতা, জাতীয় পতাকা, বই, পেনসিল ইত্যাদি ।
* **মডেল :** শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, সেতু, গ্লোব, ফল ইত্যাদি ।
* **চার্ট :** জাতীয় প্রতীক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসব, মহাদেশ, জনসংখ্যার চার্ট ইত্যাদি ।
* **ছবি :** প্রাকৃতিক দৃশ্য, শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধ, বিদ্যালয়, পেশাজীবি মানুষ ইত্যাদি ।
* **মানচিত্র :** পৃথিবীর, মহাদেশের, দেশের, জেলার, উপজেলা ইত্যাদি ।
* **পোস্টার :** স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, জনসংখ্যা ইত্যাদির পোস্টার ।

২. শ্রুতি নির্ভর উপকরণ : রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ।

৩. দর্শন-শ্রবণ নির্ভর উপকরণঃ টিভি, ভিসিআর, ভিসিডি, কম্পিউটার ইত্যাদি।

অংশ গ- ১ : পাঠভিত্তিক উপকরণের ব্যবহার কৌশল

১. সকলের দৃষ্টিগোচর করে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
২. প্রথমে বাস্তব ও পরে অর্ধবাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
৩. উপকরণ যখনই প্রয়োজন তখনই প্রদর্শন করতে হবে।
৪. যে উপকরণ যতক্ষণ প্রয়োজন তা ততক্ষণ প্রদর্শন করতে হবে।
৫. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপকরণ প্রদর্শন করতে হবে।
৬. শিক্ষার্থীদের বয়স বিবেচনা করে উপকরণ ব্যবহার করার বিষয়টি মনে রাখতে হবে।
৭. শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই উপকরণের বিষয়বস্তু স্পষ্ট করতে হবে।
৮. প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।
৯. .....

অংশ গ- ২: উপকরণ সংরক্ষণ কৌশল

- শ্রেণি, বিষয় ও পাঠভিত্তিকভাবে আলাদা করে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।
- চার্ট, পোস্টার, মানচিত্র, ছবি উপকরণ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
- ছোট ছোট জড়বস্তু বা মডেল আলমারিতে বা বাক্সে রাখতে হবে।
- উপকরণ শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- দামি যন্ত্রপাতি প্রধান শিক্ষকের আলমারিতে রাখতে হবে।
- উইপোকা, ইদুর ও অন্যান্য পোকামাকড়ের উপদ্রবমুক্ত স্থানে উপকরণ রাখতে হবে।
- মাঝে মাঝে কীটনাশক বা ন্যাপথলিন জাতীয় ঔষধ দিয়ে উপকরণ সংরক্ষণ করতে হবে।

অধিবেশন শিরোনাম	পাঠ পরিকল্পনা তৈরি

শিখনফল

ক. পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
খ. পাঠ পরিকল্পনার উপাদাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
গ. পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ অনুসরণ করে সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের যোগ্যতাভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশল: অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, বক্তৃতা, ব্রেইনস্টর্মিং, জোড়ায় কাজ, মুক্ত আলোচনা, দলগত আলোচনা।

তথ্যপত্র

অংশ- ক ১

পাঠ পরিকল্পনার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত হতে হয়। কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হলো পরিকল্পনা। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই পাঠ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণের পরিবর্তন ঘটান। শিক্ষক আগে থেকেই পরিকল্পনা করবেন তিনি কী শেখাবেন? কীভাবে শেখাবেন? কাকে শেখাবেন? কেন শেখাবেন?

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত রূপটি হলো দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা। পরিকল্পিত শিখন-শেখানো কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক, নির্ভুল ও সযত্নে তৈরিকৃত পাঠ পরিকল্পনাই পারে শিখনফল অনুসারে শিক্ষার্থীর শিখনকে নিশ্চিত করতে।

সুষ্ঠু পাঠ পরিকল্পনা একজন শিক্ষককে তাঁর পাঠের প্রতিটি ধাপ মানসপটে দেখতে (visualization) অগ্রিম সাহায্য করে, ফলে শিক্ষক ভালো প্রস্তুতি নিতে পারেন এবং তাঁর সফলতা বৃদ্ধি করে। পাঠপরিকল্পনা একজন দক্ষ শিক্ষককে তাঁর পূর্ববর্তী পাঠের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য সরবরাহ করে যা তাঁর পরবর্তী পাঠকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

অংশ ক-২ : পাঠ পরিকল্পনার সম্ভাব্য উপকারিতা (Potential benefits)

- পাঠ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত, সংগঠিত ও ধারাবাহিক করা যায়;
- উপস্থাপন পর্যায়ের সবকয়টি কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়;
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আকর্ষণীয় হয়;
- শিক্ষার্থীর শিখন সহজ ও স্থায়ী হয় ;
- হতাশা এবং অবাঞ্ছিত (আনন্দহীন) অবস্থা এড়ানো যায়;

- শিখন বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে (Stay on track);
- কাঙ্খিত শিখনফল অর্জন সম্ভব হয়;
- উপকরণের সঠিক ব্যবহার করা যায়;
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

অংশ ক-৩ : পাঠ পরিকল্পনা না থাকলে একজন শিক্ষক সম্ভাব্য যেসব সমস্যার (Potential problems) মুখোমুখি হতে পারেন–

- উদ্দেশ্যহীণ ঘুরাফেরা/খেই হারিয়ে ফেলা (Aimless wondering);
- শিখনফল অর্জন না হওয়া;
- প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ সাথে না থাকা;
- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের ধারাবাহিকতা না থাকা;

এই সমস্যার অনিবার্য ফলাফল -

- শিখন কাঙ্খিত মানের না হওয়া;
- হতাশা দেখা দেওয়া (শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই মধ্যে);
- সময়, শ্রম এবং অর্থের অপচয় হওয়া।

অংশ খ-১ পাঠ পরিকল্পনার নমুনা ছক

শ্রেণি: শাখা:
বিষয়: অধ্যায়:
শিখনফল: পাঠের শিরোনাম:
প্রয়োজনীয় উপকরণ :

সময় ৬০ মি.	পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ	শিখন শেখানো কার্যক্রম		অতিরিক্ত তথ্য
৫০ মিনিট	• ..... • ..... •	✓ শুভেচ্ছা বিনিময় ✓ পুর্ব জ্ঞান যাচাই ✓ শিখনফল পরিচিতি ✓ উপযুক্ত শিখনশেখানো কৌশল অবলম্বনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা	✓ শোনা ✓ আগ্রহী হওয়া ✓ অংশগ্রহণ ✓ চিন্তা ও আলোচনা (একক/দলগত) ✓ প্রশ্নোত্তর ✓ সহযোগিতা ✓ অংশগ্রহণ	
১০ মিনিট	• ..... •	✓ মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুযায়ী ✓ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী	✓ প্রশ্নোত্তর ✓ অংশগ্রহণ ✓ শোনা ✓ লেখা	

অংশ খ- ২ পাঠ পরিকল্পনার উপাদাানসমূহ

সাধারণ তথ্য : শ্রেণি,শাখা, বিষয়, অধ্যায়, পাঠের শিরোনাম এই অংশে উল্লেখ থাকবে।

- **শিখনফল**

  পাঠ কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থী কী অর্জন করবে তা এই অংশে সুনির্দিষ্ট থাকে। শিখনফল নির্দিষ্ট থাকলে শিক্ষক কোন পথে যাবেন, কতটুকু যাবেন, কিভাবে গেলে ছাত্র-শিক্ষক সহজে আনন্দময় পরিবেশে সহজে গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন তা ঠিক করে নেওয়া যায়। প্রয়োজনে শিখনফল বিভাজন করে নিলে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়। শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করার জন্য প্রথমেই পিরিয়ড সংখ্যা নির্দিষ্ট করে নিতে হয়।

- **উপকরণ**

  পাঠ কার্যক্রম সহজ ও আকর্ষণীয়করণে কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তার তালিকা থাকে উপকরণ অংশে। এমন একটি অবস্থার কথা ভাবুন তো ক্লাস চলাকালীন হঠাৎ আপনার মনে পড়লো এই মুহূর্তে বোর্ডে লিখে বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীদের বুঝানো সহজ হবে। আপনি বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং মার্কার/চকের জন্য টেবিল, অনেক জায়গায় খুঁজলেন কিন্তু কোথাও মার্কার/চক খুঁজে পেলেন না- কেমন লাগবে আপনার? পাঠ কার্যক্রমের মাঝপথে এসে শিক্ষক এবং একই সাথে শিক্ষার্থীকে এই ধরনের বিব্রতকর অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে পারে পাঠ পরিকল্পনার উপকরণ অংশটি। স্বল্প খরচ ও সহজে তৈরি করা যায় এবং স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এমন উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ রাখতে হবে।

- **ওয়ার্মআপ/রিভিউ/নতুন পাঠের সূচনা**

  কোনো ক্লাস ওয়ার্ম আপ দিয়ে আবার কোনো ক্লাস রিভিউ দিয়ে শুরু হয়। এমনও দেখা যায় ওয়ার্ম আপ ও রিভিউ উভয়ই ক্লাস শুরুতে করা হয়। এসবই নির্ভর করে ক্লাসের পরিস্থিতির উপর। পূর্ববর্তী পাঠের কিছু পয়েন্ট উল্লেখ বা আলোচনা করে বর্তমান পাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের পন্থাই হলো রিভিউ। কার্যকরী রিভিউ শিক্ষক নয় বরং ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। ওয়ার্মআপ এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে ক্লাসের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। নতুন পাঠের সূচনা অর্থাৎ নতুন পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাচাই করা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করবেন প্রশ্ন বা আলোচনার মাধ্যমে। অনেক সময় চিত্র, মডেল, বাস্তব নমুনা, ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমেও পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

- **উপস্থাপনা**

  উপস্থাপন শিক্ষক কর্তৃক হলেও সেখানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং তা মিথস্ক্রিয়ামূলক হয়। একজন শিক্ষককে উপস্থাপন ধাপে অবশ্যই যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়- উপস্থাপিত নতুন উপাদানের সাথে পুরনো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংযোগ স্থাপন, শিক্ষার্থীরা বুঝলো কিনা সেটা যাচাই করা, অনুশীলন ধাপে ব্যবহার করতে পারে এমন মডেল এর উদাহরণ দেওয়া।

- **অনুশীলন**

  অনুশীলন নানাভাবে সম্ভব। শিক্ষার্থীর আগ্রহকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিয়ে অনুশীলন পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। একই রকম অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং তা তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

- **মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন (Assesment and Feedback)**

  শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর সকল কাজকে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। এ মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। ক্লাসের শুরুতে, ক্লাস চলাকালীন ও ক্লাস শেষে মূল্যায়ন সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত। মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল এবং শিখন কাঙ্ক্ষিত মানের হয়েছে কিনা তা জানা যায়। বার বার মূল্যায়নের ফলে শিক্ষার্থীর শিখন জড়তা ও মূল্যায়ন ভীতি দূর হয় এবং ভালো পাঠাভ্যাস গড়ে উঠে। শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করে এর উপর নিয়মিত শিখন সহায়তা দেওয়াই হচ্ছে ফিডব্যাক। পাঠ শেষে শিক্ষক ফলোআপ হিসেবে সমাপ্তি বক্তব্য দিতে পারেন।

- **স্ব-মূল্যায়ন**

  স্ব-মূল্যায়নকে আত্মসমালোচনাও বলা যেতে পারে। স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষক শ্রেণিতে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন কিনা এবং হলে কেন? শিখন কাঙ্খিত মানের হয়েছিল কিনা? না হয়ে থাকলে, কেন হয়নি? ভিন্নভাবে কিছু করা যেত কিনা? নতুন কোনো অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল কিনা যা ভবিষ্যতে সাহায্য করবে -এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন।

শিখনফল, উপস্থাপনা (অনুশীলন) ও মূল্যায়ন/ফিডব্যাক হচ্ছে পাঠ পরিকল্পনার মূল উপাদান ।

অংশ গ - ১: নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

পরিচিতি	শিক্ষকের নাম:	বিষয়:
	শ্রেণি: তৃতীয়	শিক্ষার্থী সংখ্যা:
	শাখা:	উপস্থিতি:
	সময়:	তারিখ:
পাঠ	পাঠ শিরোনাম : সমাজের বিভিন্ন পেশা পাঠ্যাংশ : কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার	
শিখনফল	১) পেশা কাকে বলে শিক্ষার্থীরা তা বলতে পারবে। ২) দেশের প্রধান প্রধান পেশাজীবীর নামের তালিকা তৈরি করতে পারবে। ৩) পেশাজীবীরা কে কী কাজ করে তা উল্লেখ করতে পারবে। ৪) পেশাজীবীরা আমাদের কী কী প্রয়োজন মেটায় তা লিখতে পারবে।	
উপকরণ: পাঠের ছবি/ভিডিও, চার্ট, কার্ড।		
শিখন শেখানো কার্যাবলি		

ধাপ	বিষয়	শিখন শেখানো কার্যক্রম	অতিরিক্ত তথ্য	সময়
প্রস্তুতি	১. কুশল বিনিময় :	শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করব।		২ মি
	২. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা:	প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আসনগত ব্যবস্থাপনার পুনর্বিন্যাস কবর।		২ মি
	৩. পূর্বজ্ঞান যাচাই	নিম্নলিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করব। ১. বাড়িতে বাবা-মা কী কী কাজ করেন? ২. যে রিক্সা চালায় তাকে কী বলে? ৩. কোন কাজে দেহের পরিশ্রম হয়?		৫ মি
	৪. পাঠ ঘোষণা :	অতঃপর আজকের পাঠ ঘোষণা করব ও পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখব " সমাজের বিভিন্ন পেশা "		১ মি

উপস্থাপন	১. উপকণ প্রদর্শন ২. বিষয়বস্তুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও প্রশ্নোত্তর আলোচনা	মাল্টিমিডিয়ায় পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখাবো। একাকী চিন্তা ও দলে আলোচনা করে ছবি সম্পর্কে বলতে দেব ও নিজে বলব। শ্রমজীবী কী সে সম্পর্কে বর্ণনা দেব। অতঃপর শিক্ষার্থীদের দুটি দলে শ্রমজীবীর নামের তালিকা তৈরি করে বলতে দেব। কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার কে কী কাজ করে এবং তারা আমাদের কী কী প্রয়োজন মেটায় তার ব্যাখা -বিশ্লেষণ করব। এরপর নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে আজকের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করব। ১. কৃষক জমিতে কী করে? ২. জেলেরা নদীতে কী ধরে? ৩. তাঁতীরা কী বোনে? ৪. কামার কী কী জিনিস তৈরি করে? ৫. শ্রমজীবী কাকে বলে ?		২০ মি
	৩.পরিকল্পিক কাজ প্রদান	দলীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দুটি দলে কৃষক, জেলে, তাঁতী, কামার এর ভূমিকায় অভিনয় করতে সহায়তা করব।		
	৪. সারসংক্ষেপ বলা :	অদ্যকার পাঠের সারসংক্ষেপ বলব। প্রয়োজনে চার্ট দেখাব।		
	৫. পাঠ্যপুস্তক পঠন :	পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পড়তে সহায়তা করব।		
মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন	১. প্রশ্নের উত্তর বলা	শিক্ষার্থীদের পাঠ যাচাইয়ের জন্য (জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ ক্ষেত্রর) দলে বা একাকী নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে দেব। দল-১ ১. পেশাজীবী কাকে বলে? ২. কৃষক ফলায় এমন ৫টি ফসলের নাম বল? ৩. কামার তৈরি করে এমন পাঁচটি জিনিসের নাম বল।		**১০ মি**

		দল-২ ১. জেলে কোথায় কোথায় মাছ ধরে? ২. তাঁতী যে যন্ত্র দিয়ে কাপড় বোনে তার নাম কী? দল-৩ ১. যারা লোহার জিনিস তৈরি করে তাদের কী বলে? ২. চারজন শ্রমজীবীর নাম বল।		
	২. প্রশ্নের উত্তর লেখা	আজকের পাঠের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য (জ্ঞান, অনুধাবন ও প্রয়োগ ক্ষেত্রের) সবাইকে নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর লিখতে দেব। দল -১ ও দল-২ ১. কৃষক, জেলে, তাঁতী ও কামার আমাদের কী কী প্রয়োজন মেটায়? দল-৩ ১. কৃষক, জেলে, তাঁতী ও কামার কী কী কাজ করে? অপারগ শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন দিয়ে পাঠ শেষ করব।		১০ মি
স্ব-মূল্যায়ন				

অংশ গ -২: পাঠ পরিকল্পনা উন্নয়নের চেকলিষ্ট

মূল্যায়ন সূচক	হ্যাঁ	না	মোটামুটি
বিষয়বস্তু অনুসারে শিখনফল ও যোগ্যতা সঠিক ছিল কি না?			
বিষয়বস্তু অনুসারে পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন ঠিক আছে কি না?			
শিখনফল অর্জনের জন্য কাজগুলো সঠিক ছিল কি না?			
উপকরণ প্রাসঙ্গিক আছে কি না?			
যোগ্যতা ভিত্তিক বা শিখনফল ভিত্তিক মূল্যায়ন কৌশল ছিল কি না?			
সৃজনমূলক কোন কাজ ছিল কি না?			

অধিবেশন শিরোনাম	সিমুলেশন ক্লাস (মাইক্রোটিচিং) পরিচালনা

শিখনফলঃ

ক. প্রণীত পাঠ পরিকল্পনার আলোকে পাঠ উপস্থাপনের জন্য পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে পারবেন।

খ. নির্ধারিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শ্রেণি পাঠদান (১ম শ্রেণির) কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

গ. পাঠ পর্যবেক্ষণপূর্বক তা উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশলঃ ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন।

তথ্যপত্র

অংশ ক

চেকলিস্টঃ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ
- পদ্ধতি/কৌশল নির্ধারণ
- পাঠের বিষয়বস্তু জানার জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সংস্করণ, তথ্যপুস্তিকা ইত্যাদি পড়া
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি
- মানসিক প্রস্তুতি
- অভীক্ষা প্রণয়ন (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ)
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ
- প্রয়োজনীয় নিরাময় প্রদান

অংশ খ

পাঠ পর্যবেক্ষণ নির্দেশনাবলিঃ

ক. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?

খ. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?

গ. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?

ঘ. উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কিনা?

ঙ. পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরন করে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?

চ. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা?

ছ. উপকরণের মান যথাযথ কিনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উপকরণের তাৎপর্য পাঠের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কিনা?

জ. দলগত /জোড়ায়/ একক কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?

ঝ. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠের শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময় দেয়া হয়েছে কিনা?

ঞ. পরিকল্পনা বর্হিভূত কাজ (কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে এবং কেন করা হলো) হয়েছে কিনা?

ট. ব্যতিক্রম যা কিছু লক্ষণীয় হয়েছে

অংশ গঃ পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

শ্রেণিঃ	বিষয়ঃ	পাঠ শিরোনামঃ
শিখন শেখানো যোগ্যতা	**শিক্ষক যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিক চিহ্ন দিন)**	**প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন**
প্রস্তুতি পর্ব		
শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়		
শিখণ পরিবেশ		
শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই		
পাঠ ঘোষণা		
পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লেখা		
উপস্থাপন পর্ব		
উপকরণ ব্যবহার		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি		
কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা		
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দান		
শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা		
বোর্ড ব্যবহাওে যা ছিল		
পাঠে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল		
শিখনফলের সাথে পাঠের সংযোগ		
মূল্যায়ন পর্ব		
মূল্যায়ন কৌশল		
মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা		
সময় ব্যবস্থাপনা		
শিক্ষাথী নিয়ন্ত্রণ		
ফলাবর্তন প্রদান		

পর্যবেক্ষকের নামঃ----------

রোল/রেজিঃ নং----------

অধিবেশন শিরোনাম	সিমুলেশন ক্লাস (মাইক্রোটিচিং) পরিচালনা

শিখনফলঃ

ক. নির্বাচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শ্রেণি পাঠদান (২য় - ৩য় শ্রেণি) কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

খ. পাঠ পর্যবেক্ষণ পূর্বক তা উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশলঃ ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন।

তথ্যপত্র

অংশ ক

চেকলিস্টঃ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ
- পদ্ধতি/কৌশল নির্ধারণ
- পাঠের বিষয়বস্তু জানার জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সংস্করণ, তথ্যপুস্তিকা ইত্যাদি পড়া
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি
- মানসিক প্রস্তুতি
- অভীক্ষা প্রণয়ন (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ)
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ
- প্রয়োজনীয় নিরাময় প্রদান

অংশ খ

পাঠ পর্যবেক্ষণ নির্দেশনাবলিঃ

ক. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?

খ. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?

গ. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?

ঘ. উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কিনা?

ঙ. পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরন করে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?

চ. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা?

ছ. উপকরণের মান যথাযথ কিনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উপকরণের তাৎপর্য পাঠের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কিনা?

জ. দলগত /জোড়ায়/ একক কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?

ঝ. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠের শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময় দেয়া হয়েছে কিনা?

ঞ. পরিকল্পনা বর্হিভূত কাজ (কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে এবং কেন করা হলো) হয়েছে কিনা?

ট. ব্যতিক্রম যা কিছু লক্ষণীয় হয়েছে

অংশ গঃ পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

শ্রেণিঃ	বিষয়ঃ	পাঠ শিরোনামঃ
শিখন শেখানো যোগ্যতা	**শিক্ষক যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিক চিহ্ন দিন)**	**প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন**
প্রস্তুতি পর্ব		
শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়		
শিখণ পরিবেশ		
শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই		
পাঠ ঘোষণা		
পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লেখা		
উপস্থাপন পর্ব		
উপকরণ ব্যবহার		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি		
কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা		
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দান		
শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা		
বোর্ড ব্যবহাওে যা ছিল		
পাঠে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল		
শিখনফলের সাথে পাঠের সংযোগ		
মূল্যায়ন পর্ব		
মূল্যায়ন কৌশল		
মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা		
সময় ব্যবস্থাপনা		
শিক্ষাথী নিয়ন্ত্রণ		
ফলাবর্তন প্রদান		

পর্যবেক্ষকের নামঃ----------

রোল/রেজিঃ নং----------

অধিবেশন শিরোনাম	সিমুলেশন ক্লাস (মাইক্রোটিচিং) পরিচালনা

শিখনফলঃ

ক. নির্বাচিত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে শ্রেণি পাঠদান (৪র্থ - ৫ম শ্রেণি) কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

খ. পাঠ পর্যবেক্ষণ পূর্বক তা উন্নয়নের জন্য পর্যালোচনা করতে পারবেন।

পদ্ধতি ও কৌশলঃ ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা, দলীয় কাজ, পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শন।

তথ্যপত্র

অংশ ক

চেকলিস্টঃ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি

- পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন
- বিভিন্ন ওয়েব সাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ
- পদ্ধতি/কৌশল নির্ধারণ
- পাঠের বিষয়বস্তু জানার জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষক সংস্করণ, তথ্যপুস্তিকা ইত্যাদি পড়া
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি
- মানসিক প্রস্তুতি
- অভীক্ষা প্রণয়ন (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ)
- মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ
- প্রয়োজনীয় নিরাময় প্রদান

অংশ খ

পাঠ পর্যবেক্ষণ নির্দেশনাবলিঃ

ক. শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা যথাযথ ছিল কিনা?

খ. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কিনা?

গ. পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?

ঘ. উপস্থাপনের প্রতিটি ধাপে সময়ের যথাযথ ব্যবহার হয়েছে কিনা?

ঙ. পরিকল্পনায় বর্ণিত পদ্ধতি ও কৌশল যথাযথভাবে অনুসরন করে পাঠ উপস্থাপন করা হয়েছে কিনা?

চ. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা?

ছ. উপকরণের মান যথাযথ কিনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে উপকরণের তাৎপর্য পাঠের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে কিনা?

জ. দলগত/জোড়ায়/ একক কাজ যথাযথভাবে করা হয়েছে কিনা?

ঝ. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠের শিখনফল অর্জন মূল্যায়নের মাধ্যমে সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় নিরাময় দেয়া হয়েছে কিনা?

ঞ. পরিকল্পনা বর্হিভূত কাজ (কোন পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে এবং কেন করা হলো) হয়েছে কিনা?

ট. ব্যতিক্রম যা কিছু লক্ষণীয় হয়েছে

অংশ গঃ পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

শ্রেণিঃ	বিষয়ঃ	পাঠ শিরোনামঃ
শিখন শেখানো যোগ্যতা	**শিক্ষক যা করেছেন (মতামত লিখুন বা টিক চিহ্ন দিন)**	**প্রয়োজনীয় পরামর্শ লিখুন**
প্রস্তুতি পর্ব		
শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়		
শিখণ পরিবেশ		
শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই		
পাঠ ঘোষণা		
পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লেখা		
উপস্থাপন পর্ব		
উপকরণ ব্যবহার		
বিষয়বস্তু উপস্থাপন পদ্ধতি		
কাজের নির্দেশনার সহজবোধ্যতা		
শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ দান		
শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা		
বোর্ড ব্যবহাওে যা ছিল		
পাঠে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশল		
শিখনফলের সাথে পাঠের সংযোগ		
মূল্যায়ন পর্ব		
মূল্যায়ন কৌশল		
মূল্যায়নে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা		
সময় ব্যবস্থাপনা		
শিক্ষাথী নিয়ন্ত্রণ		
ফলাবর্তন প্রদান		

পর্যবেক্ষকের নামঃ----------

রোল/রেজিঃ নং----------

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থ

১) জাতীয় শিক্ষাক্রম (প্রাথমিক স্তর), ২০২১

২) শিক্ষক সহায়িকা, সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (সমন্বিত), প্রথম শ্রেণি, ২০২৩
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৩) শিক্ষক সহায়িকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত), দ্বিতীয় শ্রেণি
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪) বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়,
পিইডিপি-৩, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৫) শিক্ষকদের জন্য তথ্যপুস্তিকা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ,
পিইডিপি-২, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

৬) প্রাথমিক শিক্ষক -শিক্ষা ডিপিএড ‘‘বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়”
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৭) পাঠ্যপুস্তক, সামাজিক বিজ্ঞান (৩য় - ৫ম শ্রেণি)
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।